ইত্তেফাক

001

তারিখ 14 JUN 1986
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2

স্কুলঘর ধসিয়া পড়ার আশঙ্কায় গাছতলায় খোলা স্থানে লেখাপড়া

নবাবগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, ঝড়ে বিধ্বস্ত নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিনেও মেরামতের ব্যবস্থা হয় নাই। কোন কোন স্কুলের ক্লাশ গাছতলায় চলিতেছে।

নরসিংদীর সংবাদদাতা জানান, শিবপুর ও রায়পুরা উপজেলার বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝড়ে বিধ্বস্ত অথবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন পরেও স্কুলগুলি মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করা হয় নাই। স্কুলগৃহের অভাবে অনেক স্থানে গাছতলায় ক্লাশ নেওয়া হইতেছে। ইহাছাড়া এই দুইটি উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নড়বড়ে ও জরাজীর্ণ।

পঞ্চগড়ের সংবাদদাতা জানান ১৯৭২ সনে বোদা উপজেলার খারিজা গাড়েয়া আটিয়া গ্রাঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আজও সরকারী অনুমোদন পায় নাই।

বাগেরহাটের সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট জেলার ৫৩৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশের কোনটির চালা

(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 1986
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 2

স্কুলঘর ধসিয়া

(৩য় পৃঃ পর)

এবং কোনটির বেড়া নাই। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার-বেঞ্চ নাই। কোন কোন স্কুলের ক্লাশ চলে গাছতলায়। ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয় সংস্কার করা হইলেও কাজে দুর্নীতি ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি পাকা বিদ্যালয় ভবনে ফাটল ধরিয়াছে। কোন কোন স্কুলে পানীয় জল ও শৌচাগারের যথাযথ ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। রামপাল উপজেলার ২৪টি সরকারী বিদ্যালয় ভবন ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

বরগুনার সংবাদদাতা জানান, বরগুনা সদর উপজেলার বুড়ীচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেতাগী উপ-জেলার কালিকাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয় দুইটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির অভাব রহিয়াছে। ইহাছাড়া শৌচাগারের সমস্যা রহিয়াছে। কালিকাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি বিষখালী নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

রূপগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, রূপগঞ্জ উপজেলার বরপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম।

মাগুরার সংবাদদাতা জানান, শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল মাদারতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাগুরা উপজেলার তারগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল বেঞ্চের অভাব, পানীয় জলের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রভৃতি সমস্যা রহিয়াছে।

নাটোরের সংবাদদাতা জানান, ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নাটোর সদর উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ফুলবাগান বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি সরকারী অনুমোদন পায় নাই। শিক্ষকগণ বিনা বেতনে কাজ করিতেছেন।

সিরাজদিখানের (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, শ্রীনগর উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক ও ২টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশের জরাজীর্ণ গৃহ, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি নানা সমস্যা রহিয়াছে। স্কুলগুলির জন্য প্রতি বৎসর যে সরকারী অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয় উহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হইলেও কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

বগুড়ার সংবাদদাতা জানান বগুড়া জেলার ২২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গৃহ, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা, পাঠাগার ও মিলনায়তনের অভাব, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যা বর্তমান। জেলার জুনিয়র হাই স্কুলগুলির অবস্থা খুবই করুন।

রংপুরের সংবাদদাতা জানান, গত ৫ই মে'র ঝড়ে বিধ্বস্ত রংপুর শহরের মুলাটোল নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি মেরামতের ব্যবস্থা না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে ক্লাশ করিতে হয়।

বগুড়ার সংবাদদাতা জানান, গাবতলী উপজেলার কদমাকান্ত হাই স্কুল ভবন ধসিয়া পড়ার আশঙ্কায় ছাত্ররা এখন খোলা আকাশের নীচে বসিয়া ক্লাশ করে। প্রায় ৭৫ বৎসরের পুরাতন স্কুল ভবনটি নির্মাণের পর আর সংস্কার করা হয় নাই। স্কুল ভবনে বিরাট ফাটল ধরিয়াছে। ছাদ দিয়া পানি পড়ে। প্রকৌশল বিভাগ স্কুল ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করার পর হইতে ছাত্ররা স্কুল সংলগ্ন মাঠে বসিয়া ক্লাশ করিয়া আসিতেছে।

সাতক্ষীরার সংবাদদাতা জানান, তালা উপজেলার হাজরাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যেকোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অনেক অভিভাবক তাহাদের ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় শিক্ষা অফিসার জানান, উপজেলার শতকরা ২৫ ভাগ স্কুল গৃহই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নড়াইল সংবাদদাতা জানান, গত ৩রা জুলাই রাত্রে ঝড়ে নড়াইল সদর উপ-জেলার দারিয়াপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। বিদ্যালয়ের ক্লাশ নেওয়ার মত কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে ক্লাশ বন্ধ রহিয়াছে।